দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... OCT 03 2006 ...
পৃঃ ১ কলাম ২ ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন নিয়োগ দেয়া হচ্ছে এক দুর্নীতিবাজকে

ইনকিলাব রিপোর্ট

ঘুষ-দুর্নীতির এক মহানায়ককে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন বানানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সদস্যদের ঘোর আপত্তি, মামলার হুমকি উপেক্ষা করে এ নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ওয়াকিল আহমেদ। মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তির নির্দেশ এড়াবেনই বা কি করে। তাই যত দোষই থাক, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ যেটাই হোক তবুও কর্তাব্যক্তির মনোবাসনা পূরণ করতে মরিয়া ভিসি ওয়াকিল আহমেদ। চলতি দায়িত্বের মহাপরিচালকের পদ থেকে এক দিন আগে এলপিআরএ যাওয়া খলিলুর রহমানকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন নিয়োগ করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় সদস্যরা তীব্র বিরোধিতা করেছেন ১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ নিয়োগের। এমনটি হলে প্রয়োজনে মামলা করারও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। কিন্তু সব কিছু উপেক্ষিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বাইরে থেকে কাউকে সরাসরি নিয়োগ দেয়া যায় না, তাই খলিলকে প্রথমে অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয়া হবে। এর পরেই যাতে ডীন হিসেবে নিয়োগ দেয়া যায় সে রূপরেখাও চূড়ান্ত করা হয়েছে। এলপিআরএ থেকে এমনতর লাভজনক পদে নিয়োগ বিধি-বহির্ভূত। সে কারণে খলিলুর রহমান তার অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটি সমার্পণ করছেন। এ কাজও সমাপ্তপ্রায়। নিয়োগ প্রসঙ্গে ভিসি ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন, ডীন হিসেবে সরাসরি নেয়া যাচ্ছে না, তাই প্রথমে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে। এই খলিলুর রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ সর্বমহলের জানা। প্রচলিত আছে- খলিল নিতেও জানে, দিতেও জানে। সে কারণেই মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক থাকাকালে সহস্রাধিক শিক্ষকের পদোন্নতি দেয়ার নামে মোটা অংকের উৎকোচ হাতিয়ে নেয়ার পরও চাকরি হারায়নি। সে দফায় ঢাকার বাইরে কলেজে বদলি করা হলেও তৎকালীন শিক্ষা সচিবকে খুশি করে নায়েমের লোভনীয় পদ বাগিয়ে নেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষক খলিলুর রহমান ২০০২ সাল থেকে গত রোববার পর্যন্ত হাজারো দুর্নীতি সত্ত্বেও বহাল তবিয়তে ছিলেন নায়েমে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শিক্ষামন্ত্রীর অনুকম্পায় বেশীর ভাগ সময়ই নায়েমের মহাপরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তার বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেও কোন অডিট হয়নি। প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশও ঠেকিয়ে দিয়েছেন খলিল। অডিট হয়নি। সর্বশেষ প্রফেসর শাহেদা ওবায়েদ মহাপরিচালকের দায়িত্ব পাওয়ার পর নায়েমে অডিটের জন্য সিএজিকে অনুরোধ জানান শাহেদা ওবায়েদ। সেই অডিটও যাতে না হয় সে জন্যও চিঠি দিয়েছিলেন খলিলুর রহমান।